ঝিনাইদহে সাবেক চেয়ারম্যানের লাশ উত্তোলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৯নং পোড়াহাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হীরন ও তার গাড়ী চালক আক্তার হোসেনের লাশ কবর থেকে উত্তোলন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে আদালতের আদেশে হীরনের গ্রামের বাড়ি আড়ুয়াকান্দি ও আক্তারের গ্রামের বাড়ি ভুপতিপুরের পারিবারিক কবরস্থান থেকে তাদের লাশ দাফনের ৫ মাস ১০ দিন পর উত্তোলন করা হয়।

নিহতের স্বজন ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতা শহিদুল ইসলাম হিরণের শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বাসা ঘেরাও করে। সেসময় তারা তার বাড়িতে আগুন জালিয়ে দেয়। এতে হীরন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এছাড়াও তার গাড়ি চালক আক্তারকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় শহিদুল ইসলাম হীরনের ভাতিজা জিয়াউল আলম ও আক্তার হোসেনের ভাই মুক্তার হোসেন বাদী হয়ে গত বছরের ২০ ও ১৭ নভেম্বর আদালতে অজ্ঞাত ২’শ থেকে ৩’শ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রুমানা আফরোজ ঝিনাইদহ সদর থানায় এজাহার গ্রহনের জন্য আদেশ দেন। গত ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ জন নিহতের ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়, যার নাম্বার ৩৭। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিন, ডাক্তার, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

হীরনের ভাতিজা মামলার বাদী জিয়াউল আলম বলেন, আদালতে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা রুজু হয়েছে। আমরা এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের তদন্তপূর্বক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আক্তার হোসেনের ভাই মামলার বাদী মুক্তার হোসেন বলেন, আমি আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল-মামুন জানান, গত বছরের ২০ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় ২ টি হত্যার

ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্তের জন্য আদালতের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনি আমিনের উপস্থিতিতে তাদের লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠান হয়েছে।

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরাফাত আটক

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত আটক হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) তিনি রাজধানীর একটি অভিজাত এলাকা থেকে আটক হন।

গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর সাবেক এই প্রতিমন্ত্রীকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। তিনি কোথায় আছেন, সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

মোহাম্মদ আলী আরাফাত ঢাকার একটি আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।সম্প্রতি সাবেক এই তথ্য প্রতিমন্ত্রী ঢাকার ফরাসি দূতাবাসে লুকিয়ে রয়েছেন বলে গত ১৪ আগস্ট এমন তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় ঢাকার ফরাসি দূতাবাস।

ফ্রান্স দূতাবাস জানায়, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত ফরাসি দূতাবাসে লুকিয়ে আছেন, এমন গুজব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

তবে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।এদিকে গত ১২ আগস্ট মোহাম্মদ আলী আরাফাত, তার স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিত করার আদেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংকর আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ। সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ নির্দেশনা পাঠানো হয়।

মোহাম্মদ আলী আরাফাত কয়েক বছর ধরে আওয়ামী লীগের হয়ে নানা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে যুক্ত ছিলেন।

টক শোতে আওয়ামী লীগ ও সরকারের পক্ষে কথা বলেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য হন তিনি। গত বছরের জুলাইয়ে ঢাকা–১৭ আসনের উপনির্বাচনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। পরে জাতীয় নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর রাজত্বে চরম শূন্যতা

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মেহেরপুরের বাড়ি এখন জনশূন্য। দুর্দান্ত প্রতাবশালী ফরহাদের বিরুদ্ধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তার নিজ আসনের সব শ্রেণির মানুষ।

গত ৫ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে কাঠাতিনেক খোলা জায়গা ছাড়িয়ে বাইরে প্রধান সড়কের পাশে অগণিত প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেলের সারি থাকতো। মন্ত্রীর কারণে বাড়িটিতে কোন রাত নামতো না। দলীয় কার্যক্রম ছাড়াও সামাজিক কার্যক্রম আর দেনদরবারের নারী পুরুষের ভিড় লেগে থাকতো। বাড়িটিতে হাজিরা না দিলে মন্ত্রীর আস্থা হারিয়ে যেত। জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীও হাজিরা দিতে বাধ্য হতেন। নাহলে তাকে হতে হতো হয়রানীর শিকার।

জেলাজুড়ে সরকারি কর্মকর্তা, দলীয় নেতা-কর্মীকে উঠতো বসতে হতো মন্ত্রীর দেয়া নির্দেশনাতে। আহা- সেই বাড়ি এখন শুনসান নিরবতা। ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভের চিহ্ন সেই বাড়ির সামনে। আর এইসব ক্ষোভের বহিপ্রকাশ- দলে মারাত্মকভাবে বিভাজন তৈরী করা। প্রশাসনকে অধিনস্ত কর্মচারীর মতো দেখা, দলে নেতৃত্ব সৃস্টি হতে না দেয়া। একক সিদ্ধান্তে সব কিছু করা, ট্রাক প্রতিকের প্রার্থী ও

সমর্থকদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন, পরিবার ও নিকটাত্বীয়দের মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত করা, অনুগত না হলে কী প্রশাসন, কী সংবাদকর্মী বা দলীয় নেতা তাকে শকুনের দৃষ্টিতে দেখা, মিডিয়ার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটতে মধ্যরাতে সংবাদকর্মীকে তার বাড়িতে গিয়ে কেক কাটা ও মন্ত্রীর শুভকামনার ফুটেজ নিতে বাধ্য করা। রাস্ট্রের উন্নয়ন ঠিকেদারী কাজে সেজ ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও দুলাভাই আবদুস সামাদ বাবলু বিশ^◌াসকে পাইয়ে দিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করা মন্ত্রীর রাজত্বের পতন ঘটিয়েছে। চাউর আছে ৪ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সেনাবাহিনীর হেফাজতে ছিল মন্ত্রী। এখন ঢাকাতেই আত্মগোপনে আছে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। সেই দাপটে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে এখন নেই কোন জনমানব। বাড়ির পাশের গাছগুলোতেও পাখিরা বসছেনা। ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভের চিহ্ন বাড়িটি দেখতে গ্রাম থেকে মানুষ আসছে। অনেকে থুতু দিচ্ছেন বাড়ির আঙ্গিনায়। কেউ কেউ জায়গাটিতে জলবিয়োগও করছেন।

শনিবার সকাল ৮ টায় ও বেলা ১১টায় বাড়ির গেটে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করেও ভেতর থেকে কেউ কোন উত্তর দেননি। পাশের ব্যবসায়ীরাদের দু‘জন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান- এখন মন্ত্রীর বড়ভাই কথিত মুক্তিযোদ্ধা শহিদ সাদিক হোসেন বাবলু, মেজভাই শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল অবস্থান করছেন। তবে তারা কেউ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেনা। নিকট স্বজনরা গোপনে আনাজপাতিসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে রাতের বেলা গোপনে দিয়ে যাচ্ছেন।
ঢাকায় শিক্ষকতা ছেড়ে ২০১৪ সালে বিতর্কিত ভোটে এমপি এবং ২০১৮ সালে ফের বিতর্কিতভোটে এমপি নির্বাচিত হয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হন ফরহাদ হোসেন। ২০২৪ ৩য়বারের মতো আবারও বিতর্কিত ভোটে এমপি নির্বাচিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রী হন।

ফরহাদ হোসেন মন্ত্রী হয়ে মারাত্মক বেপরোয়া হয়ে পড়ে । জনপ্রশাসন মন্ত্রী হবার পরপরই তিনি নিয়োগ বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়নের সচিব পদে কামরুজ্জামান নামে একজনকে নিয়োগ দিতে ৩৮ লাখ টাকা ঘুষ নেয়া ফেসবুকে চরমভাবে ভাইরাল হয়। মেহেরপুর পৌর কলেজকে সরকারি করণে কলেজের নাম পরিবর্তণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর বাবার নামে ‘ছহিউদ্দীন ডিগ্রী কলেজ’ নাম করণ করে। এবং কলেজ থেকে ২৫ লাখ টাকা নেয়ার কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বাণিজ্য ছিলো স্মরণ কালের।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর প্রচার হবার সাথে সাথে

বিক্ষুদ্ধ জনতা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে। মন্ত্রী পরিচালিত দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পর মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এসময় মন্ত্রীর নির্দেশে ২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি পুলিশের কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় মেহেরপুর জেলা জামাতের সহকারী সেক্রেটারি তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। মন্ত্রীর বাড়ির সামনের অংশে যখন ভাংচুর শুরু হয় তখন ঝিঁঝি পোকারাও ডাক বন্ধ করে দিয়েছে। সামনের ভেটুল গাছটিসহ আশপাশের গাছগুলোতে আশ্রয়ে থাকা পাখিরাও হামলাকারীদের প্রতিরোধে হাঁক ডাক, চিৎকার করা বন্ধ করে দেয়। এসময় ত্রাণকর্তা হয়ে ক্রসফায়ারের নামে নিহত তারিক মোহাম্মদের ভাই মোহাম্মদ তাওফিকুল ইসলাম বুক আগলে ক্ষুব্ধ জনতাকে প্রতিরোধ করে আগুণ নিয়ন্ত্রণে আনে।

তাওফিকুল ইসলাম শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর পৌর কমিটির সভাপতি। মন্ত্রীর নির্দেশে যেখানে বন্দুক যুদ্ধের নামে ভাইকে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা। সেখানে মন্ত্রীর বাড়ি রক্ষায় বুক আগলে প্রতিরোধ করে মেহেরপুরে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে তাওফিকুল ইসলাম।

মেহেরপু পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো অথচ মেহেরপুর পৌরসভার দূর্ভাগ্য যে পৌরসভার উন্নয়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রী নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তিনি আরও বলেন, কোন সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হিসেবে আমাকে আমন্ত্রিত করা হলে সেই অনুষ্ঠানে হাজির হতেন না মন্ত্রী। তিনি যেসব অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন সেসব অনুষ্ঠানের ব্যানার থেকে আমার নাম বাদ দিয়ে নতুন করে ব্যানার করতে হয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে। এজন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়েছে।

দলীয় দ্বন্দ্ব প্রশ্নে দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিয়াজান আলী বলেন, দির্ঘ প্রায় দেড়যুগ সবকিছু হয়েছে মন্ত্রীর ইচ্ছামতো, পদ বণ্টন হয়েছে মন্ত্রীর স্বজনদের মধ্যে। দলের কোন নেতা-কর্মীকে মূল্যায়ন করা হয়নি। আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে বিচার প্রার্থণা করে আসছিলাম। প্রকৃতিই তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কোটি টাকার ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়ি

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান। তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যার্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। ইতিপুর্বে তিনি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১) এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনে (১৯৯৯) দুই দফা আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন এবং মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের কাছে পরাজিত হন। এছাড়াও তিনি নবম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। দশম সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হননি। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দাখিল করা হলফনামা নির্বাচন কমিশনে পাওয়া যায়নি। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তিনি নিজের পেশা ঘোষণা করেছেন কৃষি ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে।

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোননয় পত্রের সাথে জমা দেওয়া হলফনামা এবং নবম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে নিচের তথ্যগুলি জানা গেছে।

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের স্থাবর সম্পদের মধ্যে আছে ১০ হাজার টাকায় কেনা পাঁচ বিঘা কৃষি জমি। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ‘মানাম ইছামতি’ নামক এপার্টমেন্টে ৩০৯২ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ২১ লাখ ২০ হাজার টাকা। একাদশ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামাতে তার কৃষি জমি ছিল ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১৫

বিঘা কৃষি জমি। অকৃষি জমি ছিল ১৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা সমমূল্যের। মনোনয়ন বাতিল হওয়ার নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তার স্থাবর সম্পদ একই ছিল। তবে অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল ১ লাখ ২২৩ টাকা, ১২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা।

২০১৮ সালে একাদশ নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলের সময় হলফনামা অনুযায়ী তার স্থাবর সম্পদ একই থাকলেও অস্থাবর সম্পদের মধ্যে ছিল নগদ ১৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে ২ লাখ টাকা, ২৫ ভরি স্বর্ণ, ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র।

বর্তমানে তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ ৫ লাখ টাকা, ব্যাংকে জমা আছে ২২ লাখ ৯০ হাজার ৩১৬ টাকা, ব্যবহৃত গাড়ির মূল্য ৬১ লাখ ৩২ হাজার টাকা। ১০ হাজার টাকার সমমূল্যের ২৫ ভরি স্বর্ণ সহ ৯০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৬০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র রয়েছে। উপহার সূত্রে পাওয়া আরো কিছু ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও আসবাবপত্র আছে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তার মনোনয়ন পত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়, সে সময় হলফনামায় আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের একটি পিস্তল দেখানো হলেও পরবর্তীতে আর কোন হলফনামাতে পিস্তলটির কথা উল্লেখ করা হয় নি।

গাংনীতে সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল হকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে গণ পরিষদ সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য ও হাজী ভরষ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক নুরুল হকের ২৪ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবারের আয়োজনে শনিবার সকাল ১১টায় মরহুমের বাস ভবনের সামনে এ

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন হাজী ইছার উদ্দীন।

বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহীন। গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম। মরহুমের ছেলে আ স ম নাজমুল হক সাগর। এসময় রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খোকসায় ইউপি সদস্য গুলিবিদ্ধ, সাবেক চেয়ারম্যান আটক

কুষ্টিয়ার খোকসা ওসমানপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড সদস্য হায়দার আলী (৫০) প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত ১১টার দিকে খোকসা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওসমানপুর ইউনিয়নের দেবিনগর পৌঁছালে প্রতিপক্ষের গুলিতে তিনি আহত হন।

পরে পুলিশ পাহারায় তাকে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সদরে ভর্তি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ ইউপি সদস্যের ছেলে ইদ্রিস আলী বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে খোকসা থানায় একটি হত্যা প্রচেষ্টার মামলা করেন।

এ মামলার প্রধান আসামি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আহত ইউপি সদস্য হায়দার আলী জানান, খোকসা উপজেলা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে অংশ না নেওয়ার জন্য আনিসুর রহমানের লোকজন আগে থেকেই এলাকার সবাইকে নিষেধ করে আসছিলো।

তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে লোকজন নিয়ে বুধবার বিকালে তিনি খোকসা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় যোগ দেন। জনসভা শেষ করে রাত ১০টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে দেবিনগরে পৌঁছালে প্রতিপক্ষরা তাকে লক্ষ্য করে ৮-৯ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে।

এসময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি আরো জানান

রাতেই হামলাকারীরা তার সমর্থক রশিদ ও রেজাউলের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাইদুজ্জামান জানান, হায়দারের পায়ে বন্দুকের গুলির অসংখ্য স্প্লিন্টার ঢুকে আছে, যা অপারেশন ছাড়া বের করা অসম্ভব। তাই তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করা হয়েছে। খোকসা থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, ইউপি সদস্য হায়দার আলীর ছেলে বাদী হয়ে মামলা করেছন। সেই মামলার প্রধান আসামি সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত আছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।